ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স- ১৬৬৯
আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

সীমান্ত হাট, রেল ও জলপথে বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের বিষয়ে বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক

রাজ্যে সীমান্ত হাট স্থাপন, আগরতলা আখাউড়া রেলপথে সংযোগ স্থাপন, জলপথে ত্রিপুরার সাথে বাংলাদেশের যোগাযোগ স্থাপন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আজ বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের সাথে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ড. হাছান মাহমুদের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল আজ মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। সাক্ষাৎকার কালে উভয়ের মধ্যে দু'দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিশেষ করে যোগাযোগ, শিল্প, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব মহাকরণে বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ সহ প্রতিনিধিদলটিকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানান এবং স্মারক তুলে দেন। আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব রাজ্যের চা পাতা রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অন্তঃশুল্ক কমানো, রাবার রপ্তানির ক্ষেত্রে সব ধরনের রাবার উৎপাদন সামগ্রীকে সুযোগ প্রদান করা, মংলা এবং চিটাগাঙ বন্দরের এস ও পি-র কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা এবং মনুঘাট ও মুহুরীঘাট ল্যান্ডকাস্টম স্টেশনের জায়গা সংক্রান্ত সমাধান দ্রুত করার বিষয়গুলি উত্থাপন করেন। বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এই কাজগুলি যাতে দ্রুত সম্পন্ন করা যায় সেই বিষয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সে দেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের মন্ত্রীদের গোচরে নিয়ে যাবেন বলে মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেন। আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশ থেকে আসা পণ্যবাহী ট্রাকগুলি যাতে ডেস্টিনেশন টু ডেস্টিনেশন লোডিং আনলোডিং করতে পারে সেই বিষয়েও আলোকপাত করেন। তাতে করে দু'দেশের ব্যবসায়ীরা লাভবান হবেন বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার যে পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য সরকার তাও বৈঠকে তুলে ধরেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ জানান, ত্রিপুরা সফরে আসার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আগরতলায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের চলচ্চিত্র উৎসবে অংশগ্রহণ করা। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বর্তমানে দু'দেশের সম্পর্ক এক নতুন উচ্চতা পেয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পাওয়ার ক্ষেত্রে ত্রিপুরারও উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তথ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী বছর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই দিবসটি পালনে ত্রিপুরা সরকার থেকেও যেন কোনও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় তারজন্য অনুরোধ করেন বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে আগরতলায় শহীদ মিনার গড়ে তোলার জন্য ত্রিপুরা সরকার প্রয়োজনীয় জায়গা দিলে বাংলাদেশ সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করবে বলেও বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ জানান। এছাড়াও ত্রিপুরায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্র প্রদর্শনী করার জন্য অনুরোধ জানান।

বৈঠকে মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের প্রধান সচিব শশীরঞ্জন কুমার, পরিবহণ দপ্তরের প্রধান সচিব এল এইচ ডার্লং, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব এম এল দে, আইন সচিব গৌতম দেবনাথ উপস্থিত ছিলেন।

*****